[২০২১] ১৪ এস. সি. আর. ৮০৯

লোচান শ্রীভাস বনাম ছটিসগড় রাজ্য

(২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৪৯৯-৫০০) ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১

[এল. নাগেশ্বর রাও, বি. আর. গাভাই এবং বি. ভি. নাগরত্না, বিচারপতিগণ]

পেনাল কোড ১৮৬০: ধারা.৩৬৩,৩৬৬,৩৭৬ (২) (V)।

৩৭৭, ২০১, ৩০২ এবং ৩৭৬এ-প্রসিকিউশন মামলাটি ছিল যে দুর্ভাগ্যজনক দিনে অভিযোগকারীর নাবালিকাকে নিখোঁজ পাওয়া গিয়েছিল-তারা তার সন্ধানে গিয়েছিল কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যায়নি-তারা যখন বাড়ি ফিরে আসে, তখন পিডব্লিউ-৩ তাদের বলে যে প্রতিবেশী আবেদনকারী বলেছিল যে তারা যদি তাকে উপাসনা করার অনুমতি দেয় তবে সে এক ঘন্টার মধ্যে শিশুটিকে খুঁজে পেতে পারে-তারা রাজি হয় এবং উপাসনার পরে, আবেদনকারী তাদের জানায় যে শিশুটিকে বেঁধে ঝোপের মধ্যে বস্তার ভিতরে রাখা হয়েছে-পিডব্লিউ-১ পুলিশকে অবহিত করে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে, আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং পুলিশের কাছে তার অপরাধ স্বীকার করে-এরপরে, ভুক্তভোগী মেয়ের রক্তাক্ত দেহযুক্ত ঝোপ থেকে বস্তা উদ্ধার করা হয়-ট্রায়াল কোর্ট আপিলকারীকে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।

যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২-এর ধারা ৩৭৭,২০,৩০২ এবং ৩৭৬৪ এবং ধারা ৬-এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে-আপিলে উচ্চ আদালত এই রায় দিয়েছেঃ পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য, যে পরিস্থিতি থেকে অপরাধের উপসংহার টানা উচিত, তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং এইভাবে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত তথ্য কেবল অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত-তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, প্রমাণিত পরিস্থিতি পরিস্থিতির একটি শৃঙ্খলা স্থাপন করে, যা আপিলকারীর অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না-যদিও এই সমস্ত অপরাধমূলক পরিস্থিতি আপিলকারীর কাছে রাখা হয়েছিল, তবে তিনি কোনও ব্যাখ্যা দেননি যে এটি ভুল এবং মিথ্যা ছিল-

আংশিকভাবে আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১. পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, যে পরিস্থিতি থেকে অপরাধের উপসংহার টানতে হবে, তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং এইভাবে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত তথ্য কেবল অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। পরিস্থিতিগুলি একটি চূড়ান্ত প্রকৃতি এবং প্রবণতার হওয়া উচিত এবং সেগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে প্রতিটি অনুমান বাদ দেওয়া যায়, তবে যেটিকে প্রমাণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্তের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না রেখে প্রমাণের একটি সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা থাকতে হবে এবং এটি অবশ্যই এমন হতে হবে যাতে দেখানো যায় যে সমস্ত মানবিক সম্ভাবনার মধ্যে, কাজটি অবশ্যই অভিযুক্ত দ্বারা করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৮১৭-সি-ডি]

২. পরিস্থিতি পরিস্থিতির একটি শৃঙ্খলা স্থাপন করে, যা আপিলকারীর অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না। এটি ছাড়া, ৩১৩ ধারার অধীনে রেকর্ড করা বিবৃতিতে, যদিও এই সমস্ত অপরাধমূলক পরিস্থিতি আপিলকারীর কাছে রাখা হয়েছে, তবে তিনি এটি ভুল এবং মিথ্যা বলা ছাড়া কোনও ব্যাখ্যা দেননি। এটি একটি সাধারণ আইন যে যদিও ভুল ব্যাখ্যাটি পরিস্থিতির শৃঙ্খলে একটি অনুপস্থিত লিঙ্ক সম্পূর্ণ করার জন্য নেওয়া যায় না, তবে এটি অবশ্যই প্রমাণিত অপরাধমূলক পরিস্থিতির ভিত্তিতে রেকর্ড করা দোষী সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করার জন্য নেওয়া যেতে পারে।

পরিস্থিতির ব্যাখ্যা না দেওয়া অনুসন্ধানকে শক্তিশালী করবে, যা আপীলকারীর অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো অপরাধমূলক পরিস্থিতির শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে। [অনুচ্ছেদ ৪৪,৪৫] ১৮২৯-জি-এইচ; ৮৩০-ডি]

হনুমন্ত, গোবিন্দ নারগুন্ডকরের পুত্র বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য |১৯৫২। ০ এস সি আর ১০৯১; শরদ বর্ধিচাঁদ সারদা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৮৪) ৪ এস সিসি ১১৬: [১৯৮৫] ১ এস সি আর ৮৮; প্রকাশ চাঁদ বনাম রাজ্য (দেখি প্রশাসন) (১৯৭৯) ৩ এস সিসি ৯০: [১৯৭৯] ২ এস সি আর ৩৩০; হিমাচল প্রদেশ প্রশাসন বনাম শ্রী ওম প্রকাশ (১৯৭২) ১ এস সিসি ২৪৯: [১৯৭২] ২ এস সি আর ৭৬৫;এ.এনভেঙ্কটেশ এবং অন্য বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০৫) ৭ এস সিসি ৭১৪; হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম জিত সিং (১৯৯৯) ৪ এস সিসি ৩৭০; জন পান্ডিয়ান বনাম রাজ্য পুলিশ পরিদর্শক, তামিলনাড়ু (২০১০) দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন

[২০১০] ১৫ এস. সি. আর ১০১২; কৃষ্ণ মোহর সিং দুগাল বনাম গোয়া রাজ্য (১৯৯৯) ৮ এস. সি. সি ৫৫২; নীলেশ দিনকর পারাডকর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১১) ৪ এস. সি. সি ১৪৩: [২০১১] ৩ এস. সি. আর ৭৯২-উল্লিখিত।

৩. ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্ট শুধুমাত্র অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করেছে কিন্তু তারা অপরাধী, তার মানসিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক পটভূমি, ইত্যাদি বিবেচনা করেনি। আবেদনকারী একজন তরুণ ব্যক্তি, যার অপরাধ করার সময় বয়স ছিল ২৩ বছর। সে গ্রামীণ পটভূমি থেকে এসেছে। অভিযুক্তদের সংস্কার ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোনও সম্ভাবনা নেই বলে রাজ্য কোনও প্রমাণ পেশ করেনি। হাইকোর্টের পাশাপাশি ট্রায়াল কোর্টও বিষয়টির এই দিকটি বিবেচনায় নেয়নি। কারাগারে আপিলকারীর আচরণ সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কোনও ফৌজদারি পূর্বসূরী নেই। এটি আপিলকারীর দ্বারা সংঘটিত প্রথম অপরাধ। কোনও সন্দেহ নেই, একটি জঘন্য অপরাধ। আপিলকারী কোনও কঠোর অপরাধী নন। অতএব এটি বলা যায় না যে আপিলকারীর সংস্কার ও পুনর্বাসনের কোনও সম্ভাবনা নেই যে একটি ছোট সাজার বিকল্প বিকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা আবশ্যক। 'আইপিসির ধারা ৩৭৬ এ এবং পকসো আইনের ৬ ধারার সাথে পাঠযোগ্য ৩৬৩,৩৬৬,৩৭৬ (২) (আই), ৩৭৭,২০১,৩০২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ বজায় রাখা হয়েছে। তবে, আইপিসি ধারা ৩০২ এর অধীনে আপিলকারীর উপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

উচ্চ আদালত কর্তৃক অনুমোদিত বিচার আদালত কর্তৃক বাকি অপরাধের জন্য প্রদত্ত সাজা বহাল রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৫০,৫২,৫৪] |৮৩২-ই-এফ; ৮৩৩-জি; ৮৩৫-বি-সি]

শাজি বনাম কেরালা রাজ্য (২০১৩) ১৪ এস. সি. সি. ২৬৬: [২০১৩] ৩ এস. সি. আর. ১১৭২; মহম্মদ মান্নান ওরফে আব্দুল মান্নান বনাম বিকর রাজ্য (২০১৯) ১৬ এস. সি. সি. ৫৮৪: [২০১৯] ৮ এস. সি. আর. ২৬৬; বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৮০) ২ এস. সি. সি. ৬৮৪; মাছি সিং এবং অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৮৩) ৩ এস. সি. সি. ৪৭০: [১৯৮৩] ৩ এস. সি. সি. ৪১৩; মোফিল খান এবং অন্য বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য ২০২১ (১৪) এস. সি. এ. এল. ই. ২৪৯; রাজেন্দ্র প্রতাপ রাও ওয়াসনিক বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৯) ১২ এস. সি. সি. ৪৬০: [২০১৮] ১৪ এস. সি. সি. আর. ৫৮৫; সুনীল বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্য (২০১৭) ৩ এস. সি. সি.

সিল

কেস আইন রেফারেন্স

[১৯৫২] ০ এস. সি. আর. ১০৯১ [১৯৮৫] ১ এস. সি. আর. ৮৮ [১৯৭৯] ২ এস. সি. আর. ৩৩০ [১৯৭২] ২ এস. সি. আর. ৭৬৫ (২০০৫) ৭ এস. সি. সি. ৭১৪ (১৯৯৯) ৪ এস. সি. সি. ৩৭০ [২০১০] ১৫ এস. সি. আর. ১০১২ (১৯৯৯) ৮ এস. সি. সি. ৫৫২ [২০১১] ৩ এস. সি. আর. ৭৯২ [২০১৩] ৩ এস. সি. আর. ১১৭২ [২০১৯] ৮ এস. সি. আর. ২৬৬ (১৯৮০) ২ এস. সি. সি. ৬৮৪ [১৯৮৩] ৩ এস. সি. আর. ৪১৩ ২০২১ (১৪) এস. সি. এল. ই. ২৪৯ [২০১৮] ১৪ এস. সি. আর. ৫৮৫ (২০১৭) ৪ এস. সি. সি. ৩৯৩

উল্লেখ করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে

উল্লেখ করা হয়েছে

এর উপর নির্ভরশীল

নির্ভরশীল উপর নির্ভরশীল উপর নির্ভরশীল

এর উপর নির্ভরশীল

[২০২১] ১৪S.cR.

অনুচ্ছেদ ১৩ অনুচ্ছেদ ১৫ অনুচ্ছেদ ২৭

অনুচ্ছেদ ২৭

অনুচ্ছেদ ২৭ অনুচ্ছেদ ৩২ অনুচ্ছেদ ৩৩ অনুচ্ছেদ ৩৬ অনুচ্ছেদ ৩৭ অনুচ্ছেদ ৪০ অনুচ্ছেদ ৪৮ অনুচ্ছেদ ৪৮ অনুচ্ছেদ ৪৯ অনুচ্ছেদ ৫০ অনুচ্ছেদ ৫৩

ফৌজদারি আপিল বিচারঃ ফৌজদারি আপিল

২০১৮ সালের Nos.৪৯৯-৫০০

বিলাসপুরে ছত্তিশগড় হাইকোর্টের বিচার বিভাগের রায় ও আদেশ থেকে রেফারেন্স (২০১৬ সালের সি. আর. আর. ই. এফ ১) এবং ২০১৬ সালের ফৌজদারি আপিল থেকে।

আনন্দ গ্রোভার, সিনিয়র অ্যাড., অমর্ত্য কাঞ্জিলাল, মিসেস প্রিয়শ্রী শর্মা, মিসেস হরিণী রঘুপতি, মিসেস রুশালি আগরওয়াল, মিসেস প্রেমা প্রিয়দর্শিনী,

আপিলকারীর পক্ষে পরামর্শ।

নিশান্ত পাতিল, মিসেস শুভিকা সালুজা, মিসেস মালবিকা কালা, অ্যাড. ফর

উত্তরদাতা।

বি. আর. গাভাই , বিচারপতি দ্বারা আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল।

১। আপিলকারী ২০১৭ সালের ১৭ই নভেম্বর বিলাসপুর হাইকোর্টের রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, যার ফলে অতিরিক্ত দায়রা জজ, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, রায়গড় (এরপরে "ট্রায়াল জজ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা গৃহীত ১৭ই জুন ২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আপিলকারীর দায়ের করা আপিল খারিজ করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে ট্রায়াল জজ আবেদনকারীকে ৩৬৩,৩৬৬,৩৭৬ (২) (i), ৩৭৭,২০১,৩০২ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (এরপরে "আইপিসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৩৭৬এ এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২ (এরপরে "পিওসিএসও আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৬ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

একই রায় ও আদেশের মাধ্যমে, আপিলকারীকে আইপিসির ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য অপরাধের জন্য যার জন্য আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, আপিলকারীকে ৩ বছর, ৫ বছর, ৭ বছর এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। বিচারের বিচারক মৃত্যুদণ্ডের নিশ্চিতকরণের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (এরপরে " ২। সংক্ষেপে প্রসিকিউশন মামলাটি এইরকমঃ

অভিযোগকারী-পিডব্লিউ-১ গুড়িয়া পারভীন স্বামী পিডব্লিউ-২-মহম্মদ। আরমান ডি-২৯,৪ শতাংশ তলায়, বজরংধীপা কলোনিতে তার স্বামী এবং ৩ বছর বয়সী তার নাবালক ভুক্তভোগী কন্যার সাথে থাকত। ২৪ শতাংশ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সকালের দিকে সে জামাকাপড় ধুতে নেমে গিয়েছিল। সেই সময় সে তার স্বামীকে স্নান করার জন্য ডেকেছিল। তার স্বামী তাকে বলেছিল যে ভুক্তভোগী নিচে খেলতে গেছে। পিডব্লিউ-১ তারপর উপরের তলায় গিয়ে তার স্বামীকে বলেছিল যে ভুক্তভোগী নিচে নেই। এরপরে, তার স্বামী (পিডব্লিউ-২) এবং সে ভুক্তভোগীকে খুঁজতে শুরু করে, কিন্তু ভুক্তভোগীকে কোথাও পাওয়া যায়নি। যেহেতু ভিকটিমকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, পিডব্লিউ-১ জুটমিলে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট দায়ের করে।

তারা তল্লাশি চালিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সকাল ১টার দিকে তাদের বাড়িতে ফিরে আসে। পিডব্লিউ-৩-মহম্মদ। সাহিদ ওরফে রাজু খান তাকে বলেছিল যে একই ভবনের ডি-১৫-এর বাসিন্দা আবেদনকারী-লোচন শ্রীভাস বলেছিল যে তারা যদি তাকে পূজা করার অনুমতি দেয় তবে সে এক ঘন্টার মধ্যে তাদের সন্তানকে খুঁজে পেতে পারে। অতএব, তারা পরিচালনা করতে রাজি হয়েছিল।

পূজা। উপাসনার পরে, আবেদনকারী তাদের জানিয়েছিলেন যে শিশুটিকে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং আমলিভাউনায় রাস্তার পাশে একটি খুঁটির কাছে ঝোপের মধ্যে একটি বস্তার মধ্যে রাখা হয়েছে। এই বিষয়ে, পিডব্লিউ-১ এবং অন্যান্য প্রসিকিউশন সাক্ষীরা সন্দেহ প্রকাশ করে এবং পিডব্লিউ-৩ পুলিশকে জানায়। পুলিশ আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, যিনি তাদের সামনে তার অপরাধ স্বীকার করেছেন। এরপরে, ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (এরপরে "সাক্ষ্য আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ২৭ এর অধীনে একটি স্মারকলিপির ভিত্তিতে, ঝোপ থেকে একটি বস্তা উদ্ধার করা হয়েছিল, যেখানে মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ রক্তে ভিজে পাওয়া যায় (প্রদর্শনী পি.১২)।

পিডব্লিউ-এল-এর মৌখিক প্রতিবেদনের (প্রদর্শনী পি.১) ভিত্তিতে, আইপিসির ৩৬৩ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এরপরে "এফআইআর" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) (এক্স-পি৩৬) নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, আইপিসির ৩৬৩,৩৭৬,৩৭৭,৩০২,২০১ ধারা এবং পকসো আইনের ৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য বিচার বিচারকের কাছে একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

৩. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩,৩৭৬ (২) (i), ৩৭৭,২০১,৩০২ ধারা এবং পকসো আইনের ৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠন করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী না হওয়ার আবেদন করে এবং বিচারের দাবি করে। ট্রালের শেষে, বিচারের বিচারক উপরোক্ত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজার আদেশ নথিভুক্ত করেন। এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী আপিল করেন এবং বিচারের বিচারক দ্বারা ফৌজদারি কার্যবিধি এর ৩৬৬ ধারার অধীনে একটি রেফারেন্সও দেওয়া হয়। বিতর্কিত রায় ও আদেশ দ্বারা, হাইকোর্ট আবেদনকারীর দায়ের করা আবেদন খারিজ করে এবং মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করে। অতএব, বর্তমান আপিলগুলি।

৪, আমরা আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আনন্দ গ্রোভার এবং উত্তরদাতা-রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী নিশান্ত পাতিলকে শুনেছি।

৫. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আনন্দ গ্রোভার বলেন যে, বর্তমান মামলাটি পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি মামলা। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ অপরাধমূলক পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং যে কোনও ক্ষেত্রেই ঘটনার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা অভিযুক্তের অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষের মামলায় অনেক অনুপস্থিত লিঙ্ক রয়েছে এবং তাই, বিচারের বিচারক কর্তৃক রেকর্ড করা এবং হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত হওয়া রায় ও দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ আইনত টেকসই নয়।

বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি বলেছিলেন যে প্রধান অপরাধমূলক পরিস্থিতি, যার উপর প্রসিকিউশন নির্ভর করে, তা হল ভুক্তভোগীর মৃতদেহ উদ্ধার করা। তিনি বলেছিলেন যে উদ্ধারটি এমন একটি খোলা জায়গা থেকে যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই তিনি জমা দিয়েছেন

যে উক্ত উদ্ধারটি রাষ্ট্রপক্ষের মামলায় কোনও সহায়তা করে না। তিনি আরও বলেন যে, মৃত ব্যক্তির কালো জিন্স হাফ প্যান্ট (প্রাক্তন পি. ১৫) এবং সাদা গামছা (প্রদর্শনী পি.১৬) উদ্ধারের অভিযোগ এমন একটি জায়গা থেকে করা হয়েছে যেখানে সকলের প্রবেশযোগ্য। তিনি বলেন যে, যে কোনও ক্ষেত্রে, ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এরপরে "এফএসএল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) রিপোর্টগুলি অমীমাংসিত, এবং তাই, রাষ্ট্রপক্ষ উদ্ধারকৃত উপকরণ এবং অপরাধের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

শ্রী গ্রোভার বলেন যে, পিডব্লিউ-৯-চামেলি সারথি, কনস্টেবলের প্রমাণ থেকে জানা যাবে যে, তিনি সেই জায়গায় গিয়েছিলেন যেখান থেকে ভিকটিমের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। এইভাবে এটা স্পষ্ট যে, প্রমাণ আইনের ২৭ ধারার অধীনে একটি স্মারকলিপিতে যে জায়গা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, সেই জায়গা সম্পর্কে পুলিশ ইতিমধ্যেই অবগত ছিল।

৭। তিনি আরও বলেন যে, আবেদনকারীর আঙুলের নখ কোনও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ নয়, একজন নাপিত পিডব্লিউ-৮-কিশোর শ্রীভাস কেটেছিলেন। তাই তিনি বলেন যে, উক্ত নখগুলিতে মানুষের রক্ত খুঁজে পাওয়ার পরিস্থিতি প্রসিকিউশন মামলার কোনও কাজে আসে না। পেরেকের নমুনা বাজেয়াপ্ত করতে এবং এফএসএল-এ পাঠাতে দীর্ঘ বিলম্বের পরিপ্রেক্ষিতে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল আরও বলেন যে, প্রসিকিউশন এত অল্প সময়ের নোটিশে ফটোগ্রাফারকে ডাকতে পারত তা অসম্ভব।

তিনি জমা দিয়েছিলেন যে কথিত পুনরুদ্ধারটি প্রায় ০৮.০০ এ হয় যা ব্যবসায়িক সময় নয়, এবং যেমন, ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি সম্পর্কিত প্রমাণগুলি সন্দেহজনক হয়ে ওঠে।

৮, আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল আরও জমা দিয়েছিলেন যে পুরো রেকর্ডটি প্রকাশ করবে যে আপিলকারীকে অর্থপূর্ণভাবে মামলাটি রক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তিনি বলেছিলেন যে রায়গড় জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন যেহেতু একটি প্রস্তাব নিয়েছিল যে বার থেকে কোনও আইনজীবী আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত হবেন না, তাই তাঁর পক্ষে একজন আইনজীবী নিযুক্ত করা কঠিন ছিল। প্যানেল আইনজীবীদের তালিকা থেকে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবীকেও আপিলকারীর মামলাটি রক্ষা করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন যে পিডব্লিউ। এবং ২, ভুক্তভোগীর মা ও বাবার সাক্ষ্য একই দিনে নথিভুক্ত করা হয়েছিল যেদিন আপিলকারীর জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে ট্রায়াল কোর্ট আপিলকারীকে যথাযথ সুযোগ না দিয়ে রায় ও দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ এবং একই দিনে সাজা রেকর্ড করেছে। বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল তাই জমা দিয়েছিলেন যে প্রসিকিউশন যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে মামলাটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আপিলগুলি অনুমোদিত হওয়ার যোগ্য।

৯। বিকল্প হিসাবে, বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি বলবেন যে কোনও ক্ষেত্রেই বর্তমান মামলার তথ্যে মৃত্যুদণ্ডের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে না। তিনি বলেন যে বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট কেবল অপরাধের দিকটি বিবেচনা করেছে এবং তারা অপরাধী সম্পর্কিত দিকটি নিয়ে কাজ করেনি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্ট আপিলকারীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিবেচনা করেনি তাই আপিলকারীর সংস্কার বা পুনর্বাসনের সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান মামলার তথ্যে মৃত্যুদণ্ড আরোপের কোনও নিশ্চয়তা নেই।

১০। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শ্রী নিশান্ত পাতিল বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে মামলাটি প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি আরও বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ সমস্ত অপরাধমূলক পরিস্থিতিকে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করেছে। তিনি আরও বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণিত পরিস্থিতির যোগসূত্রও স্থাপন করেছে, যা অভিযুক্তের অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না।

১১. শ্রী পাতিল আরও বলেন যে, আবেদনকারী একটি নাবালিকাকে ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজ করেছেন এবং তারপর তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন, এবং এই কারণে মামলাটি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও শাস্তির নিশ্চয়তা দেয় না।

১২। পক্ষগুলির পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার সহায়তায়, আমরা নথিতে থাকা সমস্ত প্রমাণ গভীরভাবে পরীক্ষা করেছি। সাধারণত, এই আদালত ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, প্রমাণের বিশদ বিশ্লেষণে যায় না। তবে, যেহেতু বর্তমান মামলায়, বিচার আদালত মৃত্যুদণ্ড জারি করেছে, যা হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, তাই আমরা প্রমাণগুলি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করেছি।

১৩. পরিস্থিতিগত প্রমাণের ভিত্তিতে মামলাগুলিতে দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়ে আইনটি গোবিন্দ নারগুন্ডকরের পুত্র হনুমন্ত বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের বিখ্যাত মামলায় খুব ভালভাবে স্ফটিকায়িত হয়েছে। এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ, মেহের চাঁদ মহাজন, জে-এর মাধ্যমে বক্তব্য রেখে এইভাবে মন্তব্য করেছেঃ

"এটা মনে রাখা ভাল যে, যে ক্ষেত্রে প্রমাণ একটি -এর হয়।

পরিস্থিতিগত প্রকৃতি, যে পরিস্থিতি থেকে অপরাধবোধের উপসংহার টানতে হবে তা প্রথমে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত,

"১৯৮২ এস. সি. আর ১০৯১

এবং এইভাবে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত তথ্য কেবল অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। আবার, পরিস্থিতিগুলি একটি চূড়ান্ত প্রকৃতি এবং প্রবণতার হওয়া উচিত এবং সেগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে প্রতিটি অনুমান বাদ দেওয়া যায় তবে যেটি প্রমাণ করার জন্য প্রস্তাবিত। অন্য কথায়, অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্তের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না রেখে এতদূর সম্পূর্ণ প্রমাণের একটি শৃঙ্খলা থাকতে হবে এবং এটি অবশ্যই এমন হতে হবে যাতে সমস্ত মানব সম্ভাবনার মধ্যে অভিযুক্ত দ্বারা কাজটি করা হয়েছে।

১৪. এইভাবে এটা স্পষ্ট যে, পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য, যে পরিস্থিতি থেকে অপরাধের উপসংহার টানা হবে, তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং এইভাবে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত তথ্য কেবল অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। পরিস্থিতিগুলি একটি চূড়ান্ত প্রকৃতি এবং প্রবণতার হওয়া উচিত এবং সেগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে প্রতিটি অনুমান বাদ দেওয়া যায়, তবে যেটিকে প্রমাণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্তের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না রেখে প্রমাণের একটি সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা থাকতে হবে এবং এটি অবশ্যই এমন হতে হবে যাতে দেখানো যায় যে সমস্ত মানবিক সম্ভাবনার মধ্যে, কাজটি অবশ্যই অভিযুক্ত দ্বারা করা হয়েছিল।

১৫. পরবর্তীকালে, মহারাষ্ট্র রাজ্যের শরদ বর্ধিচাঁদ সারদা বনাম-এর মামলায় এই আদালত এইভাবে মন্তব্য করেছেঃ

১৫৩. এই সিদ্ধান্তের একটি নিবিড় বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করতে হবেঃ

(J) যে পরিস্থিতি থেকে অপরাধের উপসংহার টানতে হবে তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই আদালত ইঙ্গিত দিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি "অবশ্যই হওয়া উচিত" এবং "প্রতিষ্ঠিত" হতে পারে না। শিবাজী সাহেবরাও বোবদে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৭৩) ২ এস. সি. সি ৭৯৩:১৯৭৩ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ১০৩৩:১৯৭৩ সি. আর. এল. আই. ১৭৮৩]-এ এই আদালত যে পর্যবেক্ষণ করেছে, তাতে "প্রমাণিত হতে পারে" এবং "প্রমাণিত হতে হবে বা প্রমাণিত হওয়া উচিত"-এর মধ্যে কেবল ব্যাকরণগত নয়, একটি আইনি পার্থক্যও রয়েছে। [এস. সি. সি. অনুচ্ছেদ ১৯, পৃ. ৮০৭: এস. সি. সি. (সি. আর. আই) পৃ. ১০৪৭]

২ (১৯৮৪) ৪ এস. সি. সি ১৬

"অবশ্যই, এটি একটি প্রাথমিক নীতি যে আদালত দোষী সাব্যস্ত করার আগে অভিযুক্তকে অবশ্যই দোষী হতে হবে এবং কেবল দোষী হতে হবে না এবং 'হতে পারে' এবং 'হতে হবে' এর মধ্যে মানসিক দূরত্ব দীর্ঘ এবং নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত থেকে অস্পষ্ট অনুমানকে বিভক্ত করে।

(২) এইভাবে প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলি কেবল অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, অর্থাৎ, অভিযুক্ত দোষী ছাড়া অন্য কোনও অনুমানের উপর সেগুলি ব্যাখ্যাযোগ্য হওয়া উচিত নয়,

(৩) পরিস্থিতি একটি চূড়ান্ত প্রকৃতি এবং প্রবণতার হওয়া উচিত,

(৪) প্রমাণ করা ছাড়া তাদের প্রতিটি সম্ভাব্য অনুমান বাদ দেওয়া উচিত, এবং

(৫) অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি তৈরি না করার জন্য অবশ্যই প্রমাণের একটি সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা থাকতে হবে এবং অবশ্যই দেখাতে হবে যে সমস্ত মানবিক সম্ভাবনায় কাজটি অবশ্যই অভিযুক্ত দ্বারা করা হয়েছিল।

১৫৪, এই পাঁচটি সুবর্ণ নীতি, যদি আমরা তা বলি, পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি মামলার প্রমাণের পঞ্চশীল গঠন করে।

১৬. এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে, পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলাটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, এটি প্রয়োজনীয় যে পরিস্থিতি থেকে অপরাধের উপসংহার টানা উচিত, তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং এইভাবে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত তথ্য কেবল অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। অভিযুক্ত দোষী ব্যতীত অন্য কোনও অনুমানের উপর সেগুলি ব্যাখ্যাযোগ্য হওয়া উচিত নয়। পরিস্থিতি একটি চূড়ান্ত প্রকৃতি এবং প্রবণতার হওয়া উচিত। প্রমাণ করার জন্য ব্যতীত তাদের প্রতিটি অনুমান বাদ দেওয়া উচিত।

অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না রেখে প্রমাণের একটি সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা থাকতে হবে এবং অবশ্যই দেখাতে হবে যে সমস্ত মানবিক সম্ভাবনায়, কাজটি অবশ্যই অভিযুক্ত দ্বারা করা হয়েছিল।

১৭. এই আদালত ধারাবাহিকভাবে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছে।

১৮, বিচার আদালত তার রায়ে যে পরিস্থিতিগুলি তুলে ধরেছে, তাতে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপক্ষ তার মামলাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করেছে, সেগুলি হলঃ

অভিযুক্ত পি. ডব্লিউ. এস মুন্নিকে বলে যে সে এক ঘন্টার মধ্যে নিখোঁজ ভুক্তভোগীর অবস্থান বলতে পারে যদি সে পূজা করে।

পিডব্লিউএস মুন্নি পিডব্লিউ৩-কে বলছে; মো সাহিদ ওরফে রাজু খান যা অভিযুক্ত তাকে উপরে বলেছে।

পিডব্লিউ৩ মো সাহিদ ওরফে রাজু খান ভুক্তভোগীর বাবা-মাকে উপরের কথোপকথনের কথা বলছেন।

মৃতের বাবা-মা পিডব্লিউ১ গুড়িয়া পারভীন এবং পিডব্লিউ২ 'মো আরমান অভিযুক্তকে পূজা করতে বলছেন।

অভিযুক্ত বলছে যে ভুক্তভোগীর দেহটি আমলিভাউনায় রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটির কাছে একটি বস্তায় ছিল।

পিডব্লিউ৩ মো সাহিদ ওরফে রাজু খান অভিযুক্তদের উপরোক্ত দাবি সম্পর্কে পুলিশকে বলছেন।

পুলিশ অভিযুক্ত এবং অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশের সাথে মিলে আমলিভাউনায় একটি বস্তায় ভুক্তভোগীর মৃতদেহ খুঁজে বের করতে যাচ্ছে,

অভিযুক্ত তার বাড়ি থেকে বালিশ এবং তোয়ালে উদ্ধার করতে পুলিশকে নেতৃত্ব দেয়-

অভিযুক্ত পুলিশকে আবর্জনার স্তূপের দিকে নিয়ে যায় যেখানে সে ভুক্তভোগীর প্যান্ট ছুঁড়ে ফেলেছিল।

ভুক্তভোগীর বাড়ি থেকে পূজায় ব্যবহৃত সামগ্রী উদ্ধার করা হচ্ছে

প্রাক্তন পি ৪৬ অনুসারে, অভিযুক্তের নখের নিচে রক্ত পাওয়া গিয়েছিল এবং ভুক্তভোগীর যোনি স্লাইডে মানব শুক্রাণুর চিহ্ন ছিল।

১৯. হাইকোর্টও একটি বিস্তৃত যুক্তি দিয়ে বলেছে যে রাষ্ট্রপক্ষ অপরাধমূলক পরিস্থিতির শৃঙ্খল প্রমাণ করেছে, যা আপিলকারীর অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না।

২০। আমরা এখন এর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে পরিচালিত প্রমাণ বিবেচনা করব।

আপিলকারী।

২১, পীডব্লিউ-১-গুড়িয়া পারভীন, ভুক্তভোগীর মা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি বজরংধীপা কলোনির ডি-২৯,৪ * তলায় থাকতেন। আবেদনকারী একই ভবনে ডি-১৫-এর নিচের তলায় থাকতেন। ২০১৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রায়

১০.০০ সকালের দিকে, সে জামাকাপড় ধুতে নিচের তলায় গিয়েছিল। সে তার স্বামীকে ভুক্তভোগীকে স্নান করানোর জন্য ডেকেছিল। তবে, তার স্বামী তাকে বলেছিল যে ভুক্তভোগী খেলতে নিচের তলায় গিয়েছিল। এরপরে, তারা ভুক্তভোগীর সন্ধান করে কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি, এবং তাই, তারা জুটেমিল থানায় গিয়ে ভুক্তভোগীর নিখোঁজ হওয়ার প্রতিবেদন দায়ের করে। মৌখিক প্রতিবেদনের (প্রদর্শনী পি.১) ভিত্তিতে, একটি এফআইআর (প্রদর্শনী পি.৩৬) নথিভুক্ত করা হয়। মৌখিক প্রতিবেদন (প্রদর্শনী পি.১) যথাযথভাবে পিডব্লিউ-১-এর প্রমাণের মধ্যে প্রমাণিত হয়, যেখানে, এফআইআর (প্রদর্শনী পি.৩৬) পিডব্লিউ-১৬-দীনেশ বাহিদার, সহকারী উপ-পরিদর্শকের প্রমাণের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

এইভাবে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে প্রথম যে পরিস্থিতি প্রমাণ করা হয়েছে তা হল, ভুক্তভোগী সকাল ১টার দিকে নিখোঁজ হয়ে যায় এবং তারপর তারা তাকে খুঁজতে শুরু করে। যখন ভুক্তভোগীকে কোথাও পাওয়া যায়নি, তখন একটি মৌখিক রিপোর্ট (প্রদর্শনী পি.১) ২৪ * ফেব্রুয়ারী ২০১৬-র প্রায় ২ ঘন্টার মধ্যে দায়ের করা হয়, যার ভিত্তিতে একটি এফআইআর (Ex-P৩৬) নথিভুক্ত করা হয়,

২৩. পিডব্লিউ-আই তার সাক্ষ্যে আরও বলেছে যে সে এবং তার স্বামী পিডব্লিউ-২-মহম্মদ। আরমান শিশুটির সন্ধান করার চেষ্টা করেছিল। যেহেতু তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই তারা প্রায় ০৩.০০-০৪.০০.am-এ ফিরে এসেছিল। যখন তারা বাড়ি ফিরে আসে, তখন রাজু খান (পিডব্লিউ-৩) তাদের জানিয়েছিলেন যে ডি-১৫-এর বাসিন্দা আবেদনকারী-লোচন শ্রীভাস বলেছেন যে তারা যদি তাকে পূজা করার অনুমতি দেয় তবে তিনি এক ঘন্টার মধ্যে শিশুটিকে খুঁজে পেতে পারেন। তারপর, পিডব্লিউ-। পূজা পরিচালনার জন্য সম্মত হন। তিনি উপাসনার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির ব্যবস্থা করেছিলেন-সিঁদুর, লেবু, মাটির প্রদীপ, ধূপকাঠি এবং কয়লা। এই জিনিসগুলি আনার পরে, আবেদনকারী পি-১ ডাক্লু-এর ঘরে পূজা করেছিলেন।

তিনি তাদের একটি কাপড় দিয়ে আল্লাহ্র সমস্ত ছবি ঢেকে রাখতে বলেছিলেন। নামাজ পড়ার পর, আবেদনকারী তাদের বলেছিলেন. যে শিশুটি আমলিভাউনাতে রাস্তার পাশে একটি খুঁটির কাছে ঝোপের মধ্যে বস্তার ভিতরে ছিল।

একই প্রমাণ পিডব্লিউ-২-এর। পিডব্লিউ-১-এর স্বামী ও ভুক্তভোগীর বাবা আরমান। পিডব্লিউ-৩-রাজু খান, যিনি একজন প্রতিবেশী, তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে, যখন তাঁরা ভুক্তভোগীকে খুঁজে পাননি, তখন তাঁরা সকালের দিকে ফিরে আসেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁরা যখন ফিরে আসেন, তখন 'মুন্নি ওরফে সরবারি (পিডব্লিউ-৫) তাঁদের বলেছিলেন যে, ডি-১৫-এ বসবাসকারী আবেদনকারী-লোচন শ্রীভাস তাঁকে বলছিলেন যে, পূজার মাধ্যমে শিশুটির সন্ধান পাওয়া যাবে। তদনুসারে, পুজো করা হয়েছিল এবং তার পরে, আবেদনকারী-লোচন বলেছিলেন যে ভুক্তভোগী আল্লীবুনা সড়কের পাশে একটি খুঁটির কাছে ঝোপের মধ্যে একটি বস্তার ভিতরে ছিলেন।

২৫। পিডব্লিউ-৫-মুন্নি ওরফে সরবারি, যিনি বজরংধীপা কলোনিরও বাসিন্দা, বলেছেন যে তিনিও ভুক্তভোগীকে খোঁজার জন্য যোগ দিয়েছিলেন। তবে, যেহেতু ভুক্তভোগীকে পাওয়া যায়নি, তারা ফিরে এসেছিল। ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সকাল প্রায় ০৩.০০-০৩.৩০ এ, আবেদনকারী তার সাথে দেখা করে বলেছিল, "আপনি যদি পূজা করেন তবে আপনার সন্তানকে পাওয়া যাবে।" সে একই কথা রাজু খানকে (পিডব্লিউ-৩) বলেছিল। তারপরে, আবেদনকারী পূজা পরিচালনা করে বলেছিল যে মৃত ব্যক্তিটি আমলিভৌনার রাস্তার পাশে একটি খুঁটির কাছে ঝোপের মধ্যে একটি বস্তার ভিতরে ছিল।

২৬. এইভাবে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করেছে যে, আবেদনকারী নিজে পিডব্লিউ-৫-মুন্নি ওরফে সরবারি-কে বলেছিল যে, যদি কোনও পূজা করা হয়, তবে ভুক্তভোগীর অবস্থান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। পিডব্লিউ-৫-মুন্নি ওরফে সরবারি পিডব্লিউ-৩-রাজু খানকে এই তথ্য জানিয়েছিলেন, যিনি পালাক্রমে পিডব্লিউ ১ এবং ২-কে একই কথা জানিয়েছিলেন। তদনুসারে, একটি পূজা করা হয়েছিল। পূজা করার পরে, আবেদনকারী তাদের বলেছিল যে ভুক্তভোগীকে আমলিভাউনায় রাস্তার পাশে একটি খুঁটির কাছে ঝোপের মধ্যে একটি বস্তায় পাওয়া যেতে পারে।

২৭। পিডব্লিউ-১৯-অমিত প্যাটলি, উপ-পরিদর্শক, তদন্তকারী কর্মকর্তা (এরপরে "আই০" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), পূজা সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণগুলিও বাজেয়াপ্ত করেছেন (প্রদর্শনী পি.১৮)। উক্ত পঞ্চনামায় রাজু খান (পিডব্লিউ-৩) সাক্ষী ছিলেন। উক্ত বাজেয়াপ্ত পঞ্চনামা তাই পিডব্লিউ ১,২,৩ এবং ৫-এর অকুলার সংস্করণকে সমর্থন করে।

এইভাবে এটা স্পষ্ট যে, যখন পিডব্লিউ ১,৩ এবং ৫ তাদের আবাসস্থলে ফিরে আসে, তখন আপিলকারী পিডব্লিউ-৫-কে জানায় যে, যদি তারা কোনও পূজা করে, তবে মৃত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সেই অনুযায়ী, একটি পূজা করা হয়েছিল এবং উক্ত পূজা করার পরে, আপিলকারী বলেছিল যে মৃত ব্যক্তিকে আমলিভৌনায় রাস্তার পাশের একটি খুঁটির কাছে ঝোপের মধ্যে একটি বস্তায় পাওয়া যেতে পারে। এই পরিস্থিতি সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারার অধীনে আপিলকারীর আচরণ বিবেচনা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি হতে পারে। এই বিষয়ে রিলায়েন্স প্রকাশ চাঁদ বনাম রাজ্য (দিল্লি প্রশাসন), হিমাচল প্রদেশ প্রশাসন বনাম শ্রী ওম প্রকাশ এবং এ. এন-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের রায়গুলিতে রাখা যেতে পারে।

ভেঙ্কটেশ এবং অন্য একটি বনাম কর্ণাটক রাজ্য '।

২৮. পরবর্তী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি যার উপর প্রসিকিউশন নির্ভর করে, তা হল -এ ভুক্তভোগীর মৃতদেহ উদ্ধার করা।

#(১৯৭৯) ৩ এস সিসি ৯০ #১৯৭২) ১ এস সিসি ২৪৯ (২০০৫) ৭ এস সিসি ৭১৪

সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে আবেদনকারীর স্মারকলিপি। পিডব্লিউ ১,২,৩ এবং ৫-এর প্রমাণ থেকে জানা যায় যে আবেদনকারী পূজা করার পরপরই এবং তাদের বলার পরে যে ভুক্তভোগী আমলিভাউনায় রাস্তার পাশের একটি খুঁটির কাছে ঝোপের মধ্যে একটি বস্তার ভিতরে ছিল, একটি সন্দেহ দেখা দেয় এবং রাজু খান (পিডব্লিউ-৩) অবিলম্বে পুলিশকে অবহিত করে এবং পুলিশ পৌঁছে যায়। চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য সেই বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুলিশ উক্ত তথ্য পাওয়ার বিষয়ে আইও (পিডব্লিউ-১৯) অমিত প্যাটলেও এই তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। তার প্রমাণের মধ্যে, পিডব্লিউ-১৯ বলেছে যে তিনি ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখের রোজনামচা নং ২-এ উক্ত তথ্যটি ০৬.১০ এ নথিভুক্ত করেছেন।

উক্ত রোজগারচা এন্ট্রিটি প্রদর্শনী পি.৩৮-এ প্রদর্শিত হয়েছে এবং এর প্রত্যয়িত অনুলিপিটি প্রদর্শনী পি.৩৮-সি-তে রয়েছে।

২৯। পিডব্লিউ-১৯, তার সাক্ষ্যে বলেছে যে তথ্য পাওয়ার পরে, সে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে যায় এবং আপিলকারীকে তার হেফাজতে নেয় এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি বলেছিলেন যে আপিলকারী, জিজ্ঞাসাবাদের পরে, বলেছিলেনঃ

"আগের দিন ২৪.০২.২০১৬-এ, প্রায় ১০:০০-এ, সে তার ঘরে একা ছিল। তার বাড়ির উপরের মেঝেতে ডি-২৯-এ বসবাসকারী মৃত ব্যক্তিটি নিচে আসছিল যাকে সে রাজি করিয়ে তার ঘরে নিয়ে যায় এবং ভিতর থেকে তার ঘর বন্ধ করে দেয় এবং মৃত ব্যক্তির পরা প্যান্টগুলি সরিয়ে তার সাথে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এদিকে, মৃত ব্যক্তি উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করে তাই সে একটি বালিশ দিয়ে মৃত ব্যক্তির মুখ এবং নাক চেপে ধরে।

শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্তপাত শুরু হয়, যা দেখে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে রহস্যটি প্রকাশ করা উচিত নয়, সে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং রক্ত মুছে ফেলে এবং তার লিঙ্গের উপর বীর্যপাত হওয়া শুক্রাণুটি ঘরে রাখা তোয়ালে দিয়ে। সে তার হাত-পা বাঁকিয়ে ডালের অ্যাপ্লাস্টিক বস্তায় মৃতদেহটি ভরে দেয়। সে ব্যাগটি প্লাস্টিকের দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়। সে তার জামাকাপড় পরে।

সে প্যান্ট, মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে একটি পলিথিনে ভরে দেয় এবং বারান্দা থেকে সেই জায়গায় ফেলে দেয় যেখানে আবর্জনা ফেলা হয় এবং ঘরে প্রবেশ করে মৃত ব্যক্তির মৃতদেহটি একটি হলুদ ব্যাগে রাখে যা সে একটি প্লাস্টিকের বস্তায় ভরেছিল। সে ঘরটি তালাবদ্ধ করে, ব্যাগটি হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে আমলিভুনা রোডের বৈদ্যুতিক খুঁটির কাছে একটি ঝোপের মধ্যে মৃতদেহ লুকিয়ে রাখে এবং ফিরে আসার সময় ব্যাগটি তার বাড়িতে রাখার কথা বলে এবং যে বালিশ দিয়ে সে মৃত ব্যক্তির নাক ও মুখ চেপে ধরেছিল এবং যে তোয়ালে দিয়ে সে তার লিঙ্গের রক্ত ও বীর্য মুছেছিল, তার মধ্যে রাখার কথা বলে।

রুম এবং মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার প্যান্ট, বালিশ এবং তোয়ালে উদ্ধার করা হয়েছে।

৩০. সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে স্মারকলিপি বিবৃতিটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং এটি প্রদর্শনী পি.১১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রসিকিউশন পিডব্লিউ-৩-রাজু খানকে পরীক্ষা করেছে, যিনি উক্ত স্মারকলিপি বিবৃতির সাক্ষী।

৩১, পিডব্লিউ-১৯ আরও জানায় যে, এরপর প্রত্যক্ষদর্শীদের উপস্থিতিতে তিনি ভারতের মানচিত্র সম্বলিত একটি নীল প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং "নং ১ ডাল বেস্ট কোয়ালিটি ডাল" লেখা একটি প্লাস্টিকের দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি ব্যাগ উদ্ধার করেন। তিনি মৃত ব্যক্তির বাবা (পিডব্লিউ-২) এবং অন্যান্য সাক্ষীদের উপস্থিতিতে রাজু খান (পিডব্লিউ-৩) কেটে ব্যাগটি খুলে দেন। উক্ত বস্তায়, রক্তে ভিজে এবং উলঙ্গ অবস্থায় ভুক্তভোগীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহটি পিডব্লিউ-২ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যিনি মৃত ব্যক্তির বাবা। উদ্ধারের পঞ্চনামাটি যথাযথভাবে প্রদর্শনী পি.১২ এর অধীনে কার্যকর করা হয়।

প্রসিকিউশন পিডব্লিউ-৩-এর প্রমাণের উপর নির্ভর করেছে, যিনি উক্ত পঞ্চনামার পঞ্চ সাক্ষী ছিলেন।

৩২. সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে আপিলকারীর স্মারকলিপির উপর উল্লিখিত পুনরুদ্ধারটি প্রতিরক্ষা পক্ষ দ্বারা এই ভিত্তিতে আক্রমণ করা হয়েছে যে এটি একটি খোলা জায়গা থেকে, যা সকলের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য। এই ক্ষেত্রে, হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম জিত সিংয়ের ক্ষেত্রে এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলির উপর নির্ভর করা উপযুক্তঃ

২৬. সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারায় এমন কিছু নেই যা অভিযুক্তের বক্তব্যকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে যদি এমন কোনও জায়গা থেকে জিনিসগুলি উদ্ধার করা হয় যা "অন্যদের কাছে উন্মুক্ত বা গ্রহণযোগ্য"। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা যে যখন কোনও অপরাধমূলক জিনিস উদ্ধার করা হয় এমন কোনও জায়গা থেকে যা অন্যদের কাছে উন্মুক্ত বা অ্যাক্সেসযোগ্য, এটি সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে প্রমাণকে কলুষিত করবে। যে কোনও জিনিস এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখা যেতে পারে যা অন্যদের কাছে খোলা বা গ্রহণযোগ্য।

উদাহরণস্বরূপ, যদি জিনিসটি প্রধান রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা হয় বা জনসাধারণের জায়গায় শুয়ে থাকা শুকনো পাতার নিচে লুকিয়ে রাখা হয় বা কোনও সরকারি অফিসে লুকিয়ে রাখা হয়, তবে সাধারণ পরিস্থিতিতে জিনিসটি অন্যদের দৃশ্যমানতার বাইরে থাকবে। যতক্ষণ না এই ধরনের জিনিসটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এর লুকানো অবস্থা অক্ষত থাকবে। যে ব্যক্তি একা এটি লুকিয়ে রাখে সে জানে যে এটি কোথায় রয়েছে যতক্ষণ না সে অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে এই সত্যটি প্রকাশ করে। অতএব, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এই নয় যে জায়গাটি

* (১৯৯৯) ৪ এস. সি. সি ৩৭০

অন্যরা অথবা না কিন্তু এটি অন্যদের কাছে সাধারণত দৃশ্যমান ছিল কি না। যদি এটি অপ্রাসঙ্গিক হয় যে গোপন স্থানটি -এর কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য

এইভাবে দেখা যায় যে এই আদালত রায় দিয়েছে যে প্রাসঙ্গিক বিষয় হল জায়গাটি অন্যের কাছে সহজলভ্য ছিল কিনা তা নয়, বরং এটি অন্যদের কাছে সাধারণত দৃশ্যমান ছিল কিনা। যদি জিনিসটি এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকে যেখানে কেবল সেই ব্যক্তিই তা লুকিয়ে রাখে যতক্ষণ না সে অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে সেই সত্যটি প্রকাশ করে, তবে লুকানো জায়গাটি অন্যের কাছে সহজলভ্য কিনা তা অপ্রাসঙ্গিক হবে,

৩৩. জন পান্ডিয়ানের ক্ষেত্রে এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করাও প্রাসঙ্গিক হবে y. তামিলনাড়ুর পুলিশ পরিদর্শক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা রাজ্য ':

৫৭. তখন ঝুঁকে থাকা কৌঁসুলি অনুরোধ করেছিলেন যে এটি একটি খোলা জায়গা এবং যে কেউ ভিচু আরুভাল লাগাতে পারত। এটি একটি খুব দূরবর্তী সম্ভাবনা বলে মনে হচ্ছে। কাঁটাযুক্ত ঝোপের নিচে কেউ কেবল একটি ভিচু আরুভাল লাগাতে পারে না। আবিষ্কারটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। এটি নীচের উভয় আদালত দ্বারা গৃহীত হয়েছে এবং আমরা এটি ফেলে দেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। এটি এই অস্ত্রটি ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে (এফএসএল) পাঠানো হয়েছিল এবং এটি মানুষের রক্তে দাগযুক্ত পাওয়া গেছে।

যদিও রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ করা যায়নি, কারণ ফলাফলগুলি অমীমাংসিত ছিল, অভিযুক্তকে এই অস্ত্রের উপর মানুষের রক্ত কীভাবে এসেছিল সে সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল। তিনি কিছুই দেননি। এই আবিষ্কারটি খুব ইতিবাচকভাবে প্রসিকিউশন মামলাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৩৪. নথিতে রাখা বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণে জানা যাবে যে, আবেদনকারীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে যে, তিনি আমলিভাউনায় রাস্তার পাশে একটি খুঁটির কাছে ঝোপের মধ্যে একটি বস্তায় দেহটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। পিডব্লিউ-৭-কৃষ্ণ কুমার জয়সওয়ালের ফটোগ্রাফারের প্রমাণ থেকে জানা যাবে যে, নোটিশ পাওয়ার পর তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ছবি তোলেন (প্রদর্শনী পি.২৩)। তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফিও করেছেন।

৩৫। বিতর্কিত রায়ের অনুচ্ছেদ (৩৫)-এ হাইকোর্টের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করাও প্রাসঙ্গিক হবেঃ

"২০১০) ১৪ এস. সি. সি ১২৯

৩৫, আমরা প্রস্তুত করা ভিডিও মুভিটি দেখেছি এবং ভিডিওটি দেখার পরে, আমরা মনে করি যে মৃতদেহটি এমন একটি জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল যা কোনও সাধারণ ব্যক্তির কাছে পূর্বের জ্ঞান ছাড়াই অ্যাক্সেসযোগ্য বলে বলা যায় না কারণ উদ্ধার করা দেহটি মূল রাস্তা থেকে পর্যাপ্ত দূরত্বে অবস্থিত গুল্মের ভিতরে একটি বন্দুকের ব্যাগে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ৩১৩ সিআরপিসি ধারার অধীনে বিবৃতিতে, অভিযুক্ত/আপিলকারী ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে কীভাবে সে জানতে পেরেছিল যে মৃত ব্যক্তিকে একটি বন্দুকের ব্যাগে মোড়ানোর পরে হত্যা করা হয়েছে এবং গুল্মগুলিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে.....

এইভাবে দেখা যায় যে হাইকোর্ট নিজেই ভিডিওটি দেখেছিল এবং এটি দেখার পরে, এটি মতামত ছিল যে মৃতদেহটি এমন একটি জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, যা পূর্বের জ্ঞান ব্যতীত কোনও সাধারণ ব্যক্তির কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য বলে বলা যায় না কারণ উদ্ধার হওয়া দেহটি মূল রাস্তা থেকে পর্যাপ্ত দূরত্বে অবস্থিত গুল্মের ভিতরে একটি বন্দুকের ব্যাগে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

৩৬, কৃষ্ণ মোহর সিং দুগাল বনাম ছাগল রাষ্ট্রের মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর আপিলকারীর নির্ভরতার ক্ষেত্রে, উক্ত মামলায় অভিযুক্তকে মাদকদ্রব্য ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইন, ১৯৮৫-এর ধারা ২০ (খ) (ii)-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, শুধুমাত্র সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৭-এর অধীনে স্মারকলিপি বিবৃতির ভিত্তিতে অভিযুক্তের অনুরোধে পুনরুদ্ধারের ভিত্তিতে।

উক্ত ক্ষেত্রে, উদ্ধারটি নারকেল গাছের নীচে একটি জায়গা থেকে হয়েছিল, যা সকলের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল, এটি কোনও জায়গায় লুকানোর ঘটনা ছিল না, যা কেবল এটি লুকিয়ে রাখা ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে ছিল। যাই হোক না কেন, উক্ত ক্ষেত্রে, দোষী সাব্যস্তকরণ কেবল উক্ত পুনরুদ্ধারের ভিত্তিতে ছিল এবং তাই, অসমর্থনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

৩৭. নীলেশ দিনকর পরাডকর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর আপিলকারীর দ্বারা প্রদত্ত নির্ভরতা সম্পর্কিত, উক্ত মামলায়, দোষী সাব্যস্তকরণ কেবল কণ্ঠস্বর দ্বারা সনাক্তকরণের ভিত্তিতে ছিল এবং তাই, টেকসই বলে মনে করা হয়নি। সুতরাং, এই মামলাগুলি আপিলকারীর ক্ষেত্রে কোনও সহায়তা করবে না।

৩৮. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে ইথাসকে অনুরোধ করা হয়েছে যে পিডব্লিউ-৯-চামেলি সারথির প্রমাণ থেকে এটা স্পষ্ট যে পুলিশ

$১৯৯৯) ৮° কোনি ৪

৫৫২ ১৪৩

'মৃত দেহটি কোথায় লুকানো ছিল সে সম্পর্কে একজন আগে থেকেই জানতেন। পিডব্লিউ-' ৯ মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ রায়গড়ের জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। পিডব্লিউ-৯-এর জবানবন্দির প্রাসঙ্গিক অংশটি উল্লেখ করা উপযুক্ত হবেঃ

"আমরা ফাঁড়ি থেকে সকাল ৬টায় ঘটনার জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমরা সবাইকে নিয়ে সরাসরি হাসপাতালে গিয়েছিলাম।

আজ আমি বলতে পারি না যে আমরা কখন ঘটনার স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছি। সাক্ষী এখন বলে, "সম্ভবত আমরা রাত ৮টা থেকে ৯টায় রওনা হয়েছি। প্রকাশ তিওয়ারির সঙ্গে সাব-ইন্সপেক্টর অমিত পাটলেও আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং অন্য থানার পুলিশরাও উপস্থিত ছিলেন। দুজন ব্যক্তি একটি অটোরিকশায় মৃতদেহ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আমরা আমাদের বাইকে করে তাড়া করছিলাম।"

[os PW-৯ বলেছে যে সে ফাঁড়ি থেকে (০৬.০০ সকাল) ঘটনার জায়গায় আমলিভাউনাতে গিয়েছিল। এটি লক্ষণীয় যে পিডব্লিউ ১,২,৩ এবং ১৯-এর প্রমাণ অনুযায়ী, পিডব্লিউ-৩ পিডব্লিউ-১৯-কে প্রায় ০৬.০০ সকালের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছিল। উক্ত তথ্যটি ০৬.১০ সকালের দিকে রোজনামচা পিটি-তে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই সাক্ষী যা বলেছে তা হল যে সে -এ গিয়েছিল।

আমলিভাউনা যা একটি এলাকা। তবে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য এটি যথেষ্ট হবে না যে পুলিশ ইতিমধ্যে মৃতদেহটি যেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সেই জায়গা সম্পর্কে জানত। তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রায় ০৮.০০-০৯.০০ টায় হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। একজন সাক্ষীর প্রমাণ টুকরো টুকরো করে পড়া যায় না। প্রমাণটি 'ই আওহোল' হিসাবে পড়তে হবে। যদি এই সাক্ষীর প্রমাণ সামগ্রিকভাবে পড়া হয়, তবে তার প্রমাণের উপর আক্রমণ ন্যায়সঙ্গত নয়।

যাই হোক না কেন, আবেদনকারীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেহ উদ্ধার, সাক্ষ্য আইনের (প্রদর্শনী পি.১১) ধারা ২৭ এবং পুনরুদ্ধার পঞ্চনামার (প্রদর্শনী পি.১২) অধীনে আবেদনকারীর স্মারকলিপি দ্বারা যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া, পিডব্লিউ ১,৩,৫ এবং ১৯-এর মৌখিক সাক্ষ্য একই বিষয়কে সমর্থন করে।

r ৩৯। অতএব, আমরা বিবেচনা করছি যে, প্রসিকিউশন যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করেছে যে সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে আপিলকারীর স্মারকলিপিতে মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল এমন একটি জায়গা থেকে যা স্পষ্টভাবে আপিলকারীর জ্ঞানের মধ্যে ছিল

৪০। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আরেকটি পরিস্থিতি হল ডাম্পিং এলাকা থেকে মৃত ব্যক্তির কালো জিন্সের অর্ধেক প্যান্ট (প্রদর্শনী পি.১৫) এবং আবেদনকারীর বাড়ি থেকে গামছা ও বালিশ (প্রদর্শনী পি.১৬) উদ্ধার করা। পিডব্লিউ-৩ কালো জিন্সের অর্ধেক প্যান্ট (প্রদর্শনী পি.১৫) উদ্ধারের একটি পঞ্চ সাক্ষী। তিনি স্পট পঞ্চনামার (প্রদর্শনী পি.১৭) সাক্ষীও।

_ যেখানে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে

আবেদনকারীর বাড়ি থেকে গামছা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, রক্তের দাগ পাওয়া গেছে। এফএসএল রিপোর্টটি গামছায় পাওয়া উক্ত রক্তের সাথে আবেদনকারীকে সংযুক্ত করে না এই ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা পক্ষ দ্বারা অনেক আক্রমণ করা হয়েছে। এই জমা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য, আমরা আর শাজি বনাম কেরালা রাজ্যের ক্ষেত্রে এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি লাভজনকভাবে উল্লেখ করতে পারিঃ

৩০. আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছেন যে হেলিকপ্টারে পাওয়া রক্তের দাগের রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ করা যায়নি, তাই উক্ত হেলিকপ্টারের পুনরুদ্ধারের উপর নির্ভর করা যায় না।

৩১. সিরাম ভেঙে যাওয়ার কারণে রক্তের উৎস সনাক্ত করতে সেরোলজিস্টের ব্যর্থতার অর্থ এই নয় যে, কুঠারিতে আটকে থাকা রক্তটি মানুষের রক্ত হতে পারে না। কখনও কখনও এটি সম্ভব হয়, কারণ দাগটি নিজেই অপর্যাপ্ত, অথবা হেমাটোলজিকাল পরিবর্তন এবং প্লাজম্যাটিক জমাট বাঁধার কারণে, যে কোনও সেরোলজিস্ট প্রশ্নযুক্ত রক্তের উৎস সনাক্ত করতে ব্যর্থ হতে পারেন। তবে, এই জাতীয় ক্ষেত্রে, যদি সন্দেহটি যুক্তিসঙ্গত মাত্রার না হয়, যা বিচারিকভাবে বিবেকবান মন কিছু উদ্দেশ্যমূলকতার সাথে বিনোদন করতে পারে, তবে অভিযুক্তরা এই বিষয়ে কোনও সুবিধা দাবি করতে পারে না।

(প্রভু বাবাজি নাভলে বনাম বোম্বে রাজ্য [এ. আই. আর ১৯৫৬ এস. সি ৫১:১৯৫৬ সি. আর. আই এল. জে ১৪৭], রাঘব প্রপান্না ত্রিপাঠি বনাম ইউ. পি রাজ্য [এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ৭৪: (১৯৬৩) ১ সি. আর. আই এল. জে ৭০], রাজস্থান রাজ্য বনাম তেজা রাম [(১৯৯৯) ৩ এস. সি. সি ৫০৭:১৯৯৯ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৪৩৬], গুরা সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০০১) ২ এস. সি. সি ২০৫:২০০১ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৩২৩: এ. আই. আর ২০০১ এস. সি ৩৩০], জন পান্ডিয়ান বনাম রাজ্য (২০১০) ১৪ এস. সি. সি ১২৯ (২০১১) ৩ এস. সি. সি এবং ড্যানিয়েল ক্লিফোর্ড বনাম সুনীল ক্লিফোর্ড।

পঞ্জাব রাজ্য [(২০১২) ১১ এস. সি. সি ২০৫: (২০১৩) ১ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৪৩৮]।

৩২. উপরের বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, আদালত দেখেছে যে, এই আবেদনটি গ্রহণ করা সম্ভব নয় যে, রক্তের উৎস সম্পর্কিত কোনও প্রতিবেদনের অভাবে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, কারণ এটি কেবলমাত্র সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে যে রক্তকে সফলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়নি। অতএব, অভিযুক্তকে কোনও সুবিধা দাবি করতে সক্ষম করার জন্য কোনও সুবিধা প্রদান করা যাবে না, এবং

০১৩) ১৪ এস. সি. সি ২৬৬

রক্তের বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদির রিপোর্টকে একটি অনুপস্থিত লিঙ্ক হিসাবে অভিহিত করা যায় না, যার ভিত্তিতে পরিস্থিতির শৃঙ্খলটি ভেঙে গেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

৪১. পরবর্তী পরিস্থিতি হল আবেদনকারীর পেরেক কাটার জায়গায় রক্তের দাগ পাওয়া। পিডব্লিউ-৮-কিশোর শ্রীভাস একজন নাপিত। তিনি বলেছেন যে পুলিশ ডাকলে তিনি আবেদনকারীর উভয় হাতের পেরেক কেটে ফেলেন। উল্লিখিত পেরেকগুলি পঞ্চনামার নীচে কাটা হয়েছিল, যা উক্ত নাপিতের পাশাপাশি পিডব্লিউ-৩ দ্বারা স্বাক্ষরিত। উক্ত পরিস্থিতিটি এই ভিত্তিতে আক্রমণ করা হয়েছে যে ১০ জন উক্ত পেরেক বাজেয়াপ্ত করার জন্য ফরেনসিক দলকে ডাকেনি। তবে, এই পরিস্থিতি বাদ দেওয়া হলেও, আমরা দেখতে পাই যে অন্যান্য পরিস্থিতি, যা আমাদের দ্বারা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে আবেদনকারীর দোষ বাড়িতে নিয়ে আসে।

৪২. পঞ্চনামাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করা হয় এই ভিত্তিতে যে পিডব্লিউ-৩ এই সমস্ত পঞ্চনামার একমাত্র পঞ্চ সাক্ষী। আমরা মনে করি যে, হিমাচল প্রদেশ প্রশাসনের (উপরে) ক্ষেত্রে এই আদালতের পর্যবেক্ষণের আলোকে এই যুক্তিটি কোনও যোগ্যতার যোগ্য নয়ঃ

"১০। আরও বলে যে, একের পর এক তদন্তে একই সাক্ষীদের উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না, যদি তাদের বিরুদ্ধে কিছু দাবি করা না যায়। আমাদের মতে, উদ্ধার সংক্রান্ত প্রমাণ ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৩ ধারার মতো নয়, যেখানে যে এলাকায় তল্লাশি চালানো হবে সেই এলাকার দুই বা ততোধিক বাসিন্দার উপস্থিতিতে তল্লাশি চালানো প্রয়োজন। ১৫৭ ধারার অধীনে তদন্তে তদন্তকারী আধিকারিকের একক প্রমাণের মাধ্যমেও উদ্ধার প্রমাণ করা যেতে পারে, যদি তার প্রমাণ অন্যথায় বিশ্বাস করা যায়।

আইন বা অনুশীলনের বিষয় হিসাবে আমরা বলতে পারি না যে, যেখানে অভিযুক্তদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করতে হয়, সেখানে সাক্ষী হওয়ার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ডাকা উচিত। এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করা পিডব্লিউ ২ এবং পিডব্লিউ ৮ উদ্ধারের সাক্ষী হওয়ার জন্য যথাযথ ব্যক্তি ছিলেন কারণ তারা কিছু অনুপস্থিত জিনিস সনাক্ত করতে পারতেন এবং তারা উভয়ই একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে তথ্য এবং তার ফলস্বরূপ পুনরুদ্ধারের সাথে কথা বলতে পারতেন। যাইহোক, পিডব্লিউ ২, যাকে সবচেয়ে আগ্রহী বলে অভিযোগ করা হয়, ছুরি উদ্ধারের সময় উপস্থিত ছিলেন না।

৪৩। অতএব আমরা বিবেচনা করছি যে প্রসিকিউশন যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে নিম্নলিখিত পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেছেঃ

(ভুক্তভোগী নিখোঁজ হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছিল এবং এই বিষয়ে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল;

(i) আবেদনকারী দাবি করেছিলেন যে তিনি পূজা করে ভুক্তভোগীর অবস্থান প্রকাশ করতে পারেন;

(ii) ২০১৬ সালের ২৫ শতাংশ ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে পিডব্লিউ।, ২,৩ এবং ৫-এর উপস্থিতিতে আপিলকারী দ্বারা উক্ত উপাসনাটি পরিচালিত হয় এবং আপিলকারী তাদের কাছে প্রকাশ করেন যে, ভুক্তভোগীর মৃতদেহ আমলিভৌনায় রাস্তার পাশের একটি খুঁটির কাছে ঝোপের মধ্যে একটি বস্তার ভিতরে ছিল;

(iv) পিডব্লিউ ১,২,৩ এবং ৫-এর মনে সন্দেহ জেগে ওঠে এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেয়। উক্ত তথ্যটি প্রদর্শনী পি.৩৮; -এর অধীনে ২ নং রোজনামচারে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

(¥) পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর, সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে একটি স্মারকলিপি রেকর্ড করা হয়;

(vi) সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে আপিলকারীর স্মারকলিপির ভিত্তিতে, ভুক্তভোগীর মৃতদেহ (Ex. ১২) একটি বস্তা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল যা আপিলকারী তার জ্ঞানের মধ্যে স্পষ্টভাবে একটি জায়গা থেকে ঝোপের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন; এবং

(vii) সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে আপিলকারীর স্মারকলিপি, ভুক্তভোগীর একটি কালো জিন্স অর্ধেক প্যান্ট (প্রাক্তন পি১৫) এবং আপিলকারীর একটি গামছা (প্রদর্শনী পি.১৬) যথাক্রমে নগর নিগম কলোনিতে ডি ব্লকের পিছনের ডাম্পিং এলাকা এবং আপিলকারীর বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

৪৪, আমরা বিবেচনা করি যে পূর্বোক্ত প্রমাণিত পরিস্থিতিগুলি পরিস্থিতির একটি শৃঙ্খলা স্থাপন করে, যা আপিলকারীর অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না। এটি ছাড়াও, ধারা ৩১৩ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে রেকর্ড করা বিবৃতিতে, যদিও এই সমস্ত অপরাধমূলক পরিস্থিতি আপিলকারীর কাছে রাখা হয়েছে, তবে তিনি এটি ভুল এবং মিথ্যা বলা ছাড়া কোনও ব্যাখ্যা দেননি। এই ক্ষেত্রে, আমরা শরদ বর্ধিচাঁদ সারদার (উপরে) ক্ষেত্রে এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করতে পারিঃ

"১৫১. এটা ঠিক যে প্রসিকিউশনকে অবশ্যই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে বা পড়ে যেতে হবে এবং এটি প্রতিরক্ষার দুর্বলতা থেকে কোনও শক্তি অর্জন করতে পারে না। এটি সরল আইন এবং কোনও সিদ্ধান্তই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নেয়নি। কিছু ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে তা হ 'লঃ যেখানে একটি চেইনের বিভিন্ন লিঙ্ক নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়, তখন মিথ্যা আবেদন বা মিথ্যা প্রতিরক্ষা কেবল আদালতকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য সহায়তা করা যেতে পারে। অন্য কথায়, অতিরিক্ত লিঙ্কটি ব্যবহার করার আগে এটি প্রমাণ করতে হবে যে চেইনের সমস্ত লিঙ্ক সম্পূর্ণ এবং কোনও দুর্বলতায় ভুগছে না।

এটি আইন নয় যে প্রসিকিউশন মামলায় কোনও দুর্বলতা বা ত্রুটি থাকলে, মিথ্যা প্রতিরক্ষা বা আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়নি এমন কোনও আবেদনের মাধ্যমে তা নিরাময় বা সরবরাহ করা যেতে পারে।

৪৫. এটি একটি সাধারণ আইন যে যদিও ভুল ব্যাখ্যাকে পরিস্থিতির শৃঙ্খলে একটি অনুপস্থিত যোগসূত্র সম্পূর্ণ করার জন্য নেওয়া যায় না, তবে প্রমাণিত অপরাধমূলক পরিস্থিতির ভিত্তিতে রেকর্ড করা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার উপসংহারকে অবশ্যই শক্তিশালী করার জন্য নেওয়া যেতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে পরিস্থিতির অ-ব্যাখ্যা অনুসন্ধানকে শক্তিশালী করবে, যা অপরাধমূলক পরিস্থিতির শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে যা আপিলকারীর অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না।

৪৬. বর্তমান আপিলের মতো অন্যান্য আপিলের ক্ষেত্রেও বিবেচনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে যেখানে অভিযুক্তকে মামলাটি রক্ষা করার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয় না। বর্তমান মামলায়, আমরা দেখতে পাই যে অভিযোগগুলি ৬ শতাংশ মে ২০১৬-তে তৈরি করা হয়েছিল। ৬ * জুন ২০১৬-এ, অভিযুক্ত আদালতে হাজির হয় এবং জমা দেয় যে সে 'নিজের খরচে একজন আইনজীবী নিয়োগ করতে সক্ষম ছিল না। এইভাবে, বিচারের বিচারক প্যানেল থেকে শ্রী কমলেশ সরাফকে অভিযুক্তদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আইনজীবী হিসাবে নিযুক্ত করেন। পরের দিন অবিলম্বে, পিডব্লিউ ৩ থেকে ৭-এর প্রমাণ রেকর্ড করা হয়।

বিচারিক বিচারক ২০১৬ সালের ১৭ই জুন রায় ও দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ দেন এবং একই দিনে মৃত্যুদণ্ডও দেন। আমরা দেখতে পাই যে, যদিও দ্রুত বিচার কাম্য, তবে অভিযুক্তকে নিয়োগের পর মামলার প্রস্তুতির জন্য কৌঁসুলিকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া উচিত ছিল।

এমনকি সাজা প্রদানের ক্ষেত্রেও, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার তারিখ এবং সাজা প্রদানের তারিখের মধ্যে কিছু সময় দেওয়া উচিত ছিল, বিশেষত যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তবে, আমরা যে প্রমাণগুলি গভীরভাবে পরীক্ষা করেছি, তা থেকে আমরা খুঁজে পাই না যে অভিযুক্তদের প্রতি কোনও কুসংস্কার সৃষ্টি হয়েছিল কারণ আদালত কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী দ্বারা সাক্ষীদের বিস্তারিতভাবে জেরা করা হয়েছে।

৪৭। এর ফলে আমাদের শাস্তির প্রশ্ন থেকে যায়। বর্তমান মামলায় মৃত্যুদণ্ডের নিশ্চয়তা রয়েছে কি না, তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

সম্প্রতি, মহম্মদ মান্নান ওরফে আব্দুল মান্নান . বিহার রাজ্যের মামলায় এই আদালত "বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য" এবং মাছি সিং ও অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্যের মামলায় বর্তমান বিষয়ে এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলি বিবেচনা করার পরে এইভাবে মন্তব্য করেছেঃ

৭২. উপরের রায়গুলি থেকে যে আইনের প্রস্তাব উঠে আসে তা হ 'ল বিরলতম বিরলতম ক্ষেত্রে ব্যতীত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যায় না, যার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৪ (৩) ধারায় বাধ্যতামূলক হিসাবে বিশেষ কারণ নথিভুক্ত করতে হয়। কোনও মামলা বিরলতম বিরলতম বিভাগে পড়ে কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে, বর্বরতা এবং/অথবা অপরাধের বীভৎস এবং/অথবা জঘন্য প্রকৃতি একমাত্র মানদণ্ড নয়। এটি কেবল অপরাধ নয় যা আদালতকে বিবেচনায় নিতে হবে, তবে অপরাধী, তার মনের অবস্থা, তার আর্থ-সামাজিক পটভূমি ইত্যাদিও বিবেচনা করতে হবে। মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা একটি ব্যতিক্রম এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নিয়ম।

৪৯. এই বেঞ্চ, সম্প্রতি, মফিল খান এবং অন্য এক্স-এর ক্ষেত্রে। ঝাড়খণ্ড রাজ্য এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

৮. প্রশমনকারী পরিস্থিতিগুলির মধ্যে একটি হল অভিযুক্তদের সংস্কার ও পুনর্বাসনের সম্ভাবনা। অভিযুক্তদের সংস্কার ও পুনর্বাসনের কোনও সম্ভাবনা নেই তা প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা উচিত নয়, বিরলতম ক্ষেত্রে ছাড়া যখন কম শাস্তির বিকল্প বিকল্পটি নিঃসন্দেহে বন্ধ করে দেওয়া হয় (দেখুনঃ বচন সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (১৯৮০) ২ এস. সি. সি ৬৮৪)। শাস্তির সংস্কারের উদ্দেশ্য অসম্ভব, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে সম্পূর্ণ নিরর্থক করে তোলার জন্য আদালতকে স্পষ্ট প্রমাণ তুলে ধরতে হবে যে দোষী কেন কোনও ধরনের সংস্কারমূলক ও পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত নয়।

এই বিশ্লেষণ কেবল তখনই কঠোরভাবে করা যেতে পারে যখন আদালত অন্যান্য সহ অপরাধী সম্পর্কিত পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

"@০১৯) ১৬ এস সিসি ৫৮৪ = (১৯৮০) ২ এস সিসি ৬৮৪ ® (১৯৮৩) ৩ এস সিসি ৪৭০" RP (ফৌজদারি) নং।

একটি পরিস্থিতি (দেখুনঃ সন্তোষ কুমার সতীশভূষণ বারিয়ার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ৪৯৮)। রাজেন্দ্র প্রতাপরাও ওয়াসনিক বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৯) ১২ এস. সি. সি ৪৬০ মামলায়, এই আদালত মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করে এই আদালতের একটি রায়ের পর্যালোচনা নিয়ে কাজ করেছে এবং নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

এই আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রণীত আইন স্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ করে যে, কোনও দোষীকে সমাজে সংস্কার ও পুনর্বাসনের সম্ভাবনা (সম্ভাবনা বা অসম্ভবতা নয়) মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে আদালতকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে এবং আন্তরিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। এটি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪ (৩) ধারার "বিশেষ কারণ" প্রয়োজনীয়তার একটি আদেশ এবং এটিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় কারণ এতে কোনও ব্যক্তির জীবন কেড়ে নেওয়া জড়িত। এই আদেশ কার্যকর করার জন্য, প্রমাণের মাধ্যমে আদালতে প্রমাণ করা রাষ্ট্রপক্ষের বাধ্যবাধকতা, যে অপরাধীকে সংস্কার বা পুনর্বাসনের সম্ভাবনা নেই।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কারাগারে তার আচরণ, কিছু সময়ের জন্য জামিনে থাকলে কারাগারের বাইরে তার আচরণ, তার মানসিক গঠন সম্পর্কে চিকিৎসা প্রমাণ, তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি নথিভুক্ত করে এটি অর্জন করা যেতে পারে। একইভাবে, দোষী এই বিষয়গুলির উপরও প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে।

বর্তমান মামলায়, এটি লক্ষণীয় যে বিচার আদালত আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং একই দিনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। বিচার আদালত পাশাপাশি হাইকোর্ট কেবল অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করেছে তবে তারা অপরাধী, তার মানসিক অবস্থা, তার আর্থ-সামাজিক পটভূমি ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়নি। এই মুহূর্তে, রাজেন্দ্র প্রতাপরাও ওয়াসনিক বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যের মামলায় এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।

৪৭. দোষীদের সমাজে সংস্কার, পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসনের বিষয়ে অতিরিক্ত জোর দেওয়া যায় না। যতক্ষণ না বচন সিং [বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (১৯৮০) জি ২ এসসিসি ৬৮৪:১৯৮০ এসসিসি (সিআরআই) ৫৮০], আদালত দ্বারা প্রদত্ত জোর দেওয়া হয়েছিল প্রাথমিকভাবে অপরাধের প্রকৃতি, এর বর্বরতা এবং তীব্রতার উপর। বচন সিং [বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (১৯৮০) ২ এসসিসি ৬৮৪:১৯৮০ এসসিসি (সিআরআই) ৫৮০] সাজা ঘোষণা করেছিলেন

(২০১৯) ১২ এস সিসি ৪৬০

এই প্রক্রিয়ায় অপরাধীর সংস্কার বা পুনর্বাসন বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা প্রবর্তন করা হয়েছে। সাংবিধানিক বেঞ্চের মতামত সত্ত্বেও, বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি বারিয়ার [সন্তোষ কুমার সতীশভূষণ বারিয়ার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ৪৯৮: (২০০৯) ২ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ১১৫০] এবং সঙ্গীত বনাম হরিয়ানা রাজ্য [সঙ্গীত বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০১৩) ২ এস. সি. সি ৪৫২: (২০১৩) (সি. আর. আই) ৬১১]-এ উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে অপরাধকে প্রাধান্য দেওয়ার এবং অপরাধীকে কিছুটা গৌণ পদ্ধতিতে বিবেচনা করার প্রবণতা রয়েছে।

হরিয়ানা রাজ্য, (২০১৩) ২ এস. সি. সি. ৪৫২: (২০১৩) ২ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ৬১১] "সাজা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় অপরাধ এবং অপরাধী উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।" অতএব, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে অপরাধী, সে যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, তবুও একজন মানুষ এবং তার অপরাধ সত্ত্বেও মর্যাদার জীবনযাপনের অধিকারী। অতএব, প্রসিকিউশন এবং আদালত নির্ধারণ করবে যে এই ধরনের ব্যক্তিকে তার অপরাধ সত্ত্বেও সংস্কার ও পুনর্বাসন করা যেতে পারে কিনা। এই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা অবশ্যই সহজ কাজ নয়, তবে তা গ্রহণ করা আবশ্যক। পুনর্বাসন প্রক্রিয়াটিও সহজ নয় কারণ এতে দোষীকে সমাজে সামাজিকভাবে পুনরায় সংহত করা জড়িত।

অবশ্যই, উপলব্ধ যে কোনও তথ্য এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এর বিশ্লেষণ এবং নথিভুক্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, এমন উদাহরণ থাকতে পারে যেখানে দোষীদের সামাজিক পুনর্বাসন 'সম্ভব নাও হতে পারে। যদি তা হওয়া উচিত, তবে দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসের বিকল্প অনুমোদিত।'

৫১। মীমাংসিত আইনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযুক্তের সংস্কার ও পুনর্বাসনের সম্ভাবনা বিবেচনা করা আমাদের কর্তব্য। কেবল অপরাধই নয়, অপরাধী, তার মানসিক অবস্থা এবং তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথাও বিবেচনা করা আমাদের কর্তব্য।

৫২। আপীলকারী একজন তরুণ ব্যক্তি, যিনি অপরাধ করার সময় ২৩ বছর বয়সী ছিলেন। তিনি একটি গ্রামীণ পটভূমি থেকে এসেছেন। অভিযুক্তদের সংস্কার এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোনও সম্ভাবনা নেই তা দেখানোর জন্য রাজ্য কোনও প্রমাণ পেশ করেনি। হাইকোর্টের পাশাপাশি বিচার আদালতও এই বিষয়টির এই দিকটি বিবেচনায় নেয়নি। আপীলকারী আপিলকারীর ছোট ভাই লীলাধর শ্রীভাসের পাশাপাশি আপিলকারীর বড় বোন ঘসানিন শ্রীভাসের হলফনামা নথিভুক্ত করেছেন। হলফনামাগুলির একটি পর্যালোচনা

প্রকাশ করবে যে আপিলকারী ছত্তিশগড়ের রায়গড় জেলার পুসালদা নামে একটি ছোট গ্রাম থেকে এসেছেন। তাঁর বাবা নাপিত হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আপিলকারী অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন, তিনি স্কুলে সত্যিই ভাল কাজ করেছিলেন এবং পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা করেছিলেন। কারাগারে আপিলকারীর আচরণ সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরী নেই। এটি আপিলকারীর দ্বারা সংঘটিত প্রথম অপরাধ। সন্দেহ নেই, একটি জঘন্য অপরাধ। আবেদনকারী কোনও কঠোর অপরাধী নন। তাই এটি বলা যায় না যে আপিলকারীকে সংস্কার করার এবং পুনর্বাসিত করার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং কম শাস্তির উচ্চতার বিকল্পটি বন্ধ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা আবশ্যক।

৫৩. এই আদালতের তিনজন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত আবেঞ্চ সুনীল বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য * মামলায় অনুরূপ তথ্য বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। উক্ত মামলায়ও, আবেদনকারী-অভিযুক্তের বয়স প্রায় ২৫ বছর ছিল যিনি একটি নাবালিকাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। অভিযুক্ত 'উক্ত নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিল এবং শ্বাসরোধ করে শ্বাসরোধ করে তার মৃত্যু ঘটিয়েছিল। বিচার আদালত অভিযুক্তকে আইপিসির ৩৬৩,৩৬৭,৩৭৬ (২) (এফ) এবং ৩০২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য সাজা দিয়েছিল এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। উচ্চ আদালত তা বহাল রেখেছিল। আপিলে, এই আদালত এই রায় দিয়েছিলঃ

১২. বর্তমান মামলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে বচন সিং [বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (১৯৮০) ২ এস. সি. সি ৬৮৪:১৯৮০ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৫৮০]-এ বর্ণিত প্রয়োজনীয়তাগুলি এবং তার পরে ঘোষিত ঘোষণাগুলি যে কোনও আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে, আবেদনকারী-অভিযুক্তের পক্ষে স্বীকার করা বাধ্যতামূলক/প্রশমিত করার পরিস্থিতিগুলির মধ্যে একটি হল যে অল্প বয়সে তিনি অপরাধ করেছিলেন।

সত্য যে অভিযুক্তদের সংস্কার ও পুনর্বাসন করা যেতে পারে; অভিযুক্তরা একই ধরনের অপরাধমূলক কাজ করবে না এমন সম্ভাবনা; অভিযুক্তরা সমাজের জন্য ক্রমাগত হুমকি হয়ে উঠবে না, এই হল অন্যান্য পরিস্থিতি যা বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট উপেক্ষা না করে থাকতে পারে।

১৩. আমরা উপরোক্ত বিষয়টির আলোকে বিষয়টি বিবেচনা করেছি। এই ধরনের বিবেচনার ভিত্তিতে, আমরা এই মত পোষণ করি যে, বর্তমান ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ হবে যদি আমরা মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করি। আমরা সেই অনুযায়ী আদেশ দিই।

"@Qn১৭) ৪s

আই. পি. সি-র ৩৬৩,৩৬৭ এবং ৩৭৬ (২) (চ) ধারার অধীনে বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এবং হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত অপরাধের জন্য প্রদত্ত শাস্তি বজায় রাখা হয়।

৫৪, আমরাও একই যুক্তি গ্রহণ করতে এবং সুনীলের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত একই পথ অনুসরণ করতে আগ্রহী। অতএব আপিলগুলি আংশিকভাবে অনুমোদিত। আইপিসির ৩৭৬এ ধারা এবং পকসো আইনের ৬ ধারার সাথে পঠিত ৩৬৩,৩৬৬,৩৭৬ (২) (i), ৩৭৭,২০১,৩০২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ বজায় রাখা হয়েছে। তবে, আইপিসির ৩০২ ধারার অধীনে আপিলকারীর উপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে। হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত বাকি অপরাধের জন্য ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত সাজা বজায় রাখা হয়েছে।

রায় দেওয়ার আগে, আমাদের অবশ্যই আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আনন্দ গ্রোভার এবং উত্তরদাতা-রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী নিশান্ত পাতিলের দ্বারা প্রদত্ত মূল্যবান সহায়তার প্রশংসা করতে হবে।

দেবিকা গুজরাল আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta